আই ডি নংঃ ২৫

৪. রিদয় (হৃদয়)

বয়স ঃ ২৭ বছর

পিতা ঃ লালমিয়া

স্থায়ী ঠিকানা ঃ চরদুর্গাপুর , সিংগাইর , মানিকগঞ্জ

মোবাইল ফোন নংঃ ০১৬৮৪৩২০৭৫৬

সাক্ষাতকার থেকে পাওয়া ঃ

হৃদয় । হাসপাতালে তার নামটি এভাবেই পাওয়া যায় । যাই হোক সে একজন সাভার রানা পণ্ডাজা ট্র্যাজিডির একজন শিকার । দেখে বোঝার উপায় নাই তিনি আসলে কেমন অসুস্থ । কারন একজন ভাল মানুষ যেমনটি বিছানায় শুয়ে থাকে তিনিও তেমন শুয়ে ছিলেন যখন পঙ্গুতে ভর্তি হলেন । কিন্তু তিনি ঐ শুয়ে থাকা পর্যন্ড়ই । কারন তিনি এত টুকু ও নড়াচড়া করতে পারেন না । তার আঘাতটি ছিল মের“দন্ডের হাড়ে । তার পুরো শরীর অবস হয়ে ছিল । কোন অনুভূতি ছিল না । প্রায় দুমাস কেটে যায় তার হাসপাতালেই । যখন তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন তখন একটু একটু হাঁটতে পারেন । যেহুতু দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি গুর“তর অসুস্থ তাই দর্শনার্থী যারা অন্য রোগীদের যেভাবে সাহায্য সহোযোগীতা করেছিলেন তাকে সে ভাবে তেমন কেউ সাহায্য করেন নাই । তাই এক রকম খালি হাতেই বাড়িতে ফিরে আসেন । হাসপাতালে থাকা কালীন তিনি সর্বসাকুল্য ৪০ হাজার টাকা আর্থিক সহোযোগিতা পান । এমতা বস্থায় তিনি আবার কাজে ফিরে যাবার চিন্ড়া করেন তবে গার্মেন্টস এ নয় । একটা ব্যাবসা করার চিন্ড়া নেন । তিনি গার্মেন্টস এ ঢোকার আগে সাভারে থাকা কালীন সময়ে বেশ কিছু দিন প্রায় ৩ বছর একটি ফার্মেসিতে কর্মচারি হিসেবে কাজ করতেন । তাই সিদ্ধান্ড় নেন একটি ফার্মেসি দিবেন । কিন্তু টাকার জোগাড় করবেন কিভাবে ? বাড়ি থেকে সিদ্ধান্ড় হয় তাকে বিয়ে দিয়ে মেয়ের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এ কাজ টি সমাধা করবে । বিয়ে হল । কিছু টাকাও পাওয়া গেল । কিন্তু যে টাকা পাওয়া গেল তাতে ফার্মেসি করার মত ব্যাবস্থা হল না । তাতে তার আর ও ১ লক্ষ টাকা বেশি লাগবে বলে জানান । এমতা বস্থায় সে এখন দিশে হারা । সে কোন ভাবেই বুঝে উঠতে পারছে না । বিজিএমই বা অন্য কোন কারো কাছ থেকে আর কোন খোজ খবর বা সাহায্য আজ পর্যন্ড় পান নাই ।

মন্ড়ব্য ঃ তার ফার্মেসি করার জন্য যে দোকান নিবেন তার সিকিউরিটি বাবদ প্রায় ৬০ হাজার টাকা এক কালীন লরাগবে । দোকানটি সাভার বাজারেই অবস্থিত । তিনি ঘরের মালিকের সাথে কথা চুড়ান্ড় করেছেন । টাকাটার ব্যাবস্থা করতে পারলেই তিনি দোকানের ব্যাবস্থা নিতে পারবে । তার এই ঘরের মাসিক ভাড়া ২৫০০/- ।

মন্ড়ব্য ঃ

তাকে ঘরের সিকিউরিটি বাবদ ৬০ হাজার টাকা দেওয়া যেতে পারে ।

অনুদানের প্রস্ড়াব ঃ ৬০০০০/- (ষাট হাজার টাকা)

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪১১

স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্পন্দনবি বাংলাদেশ এবং রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে আহত কর্মক্ষমহীন সদস্য/সদস্যার মধ্যে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি পত্র যাহা অদ্য....18/11/13...... ইং তারিখে সম্পাদিত হলো ।

চুক্তি-পত্রের পক্ষ

প্রথম পক্ষঃ স্পন্দনবি বাংলাদেশ, (বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিবন্ধন নং ২৬২৩ এবং যাহা একটি সাহায্য সংস্থা হিসাবে কাজ করছে) ১৬/১৯, ফ্ল্যাটনং৩এ, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে উহার কান্ট্রি ডিরেক্টর মসিহ্-উর রহমান ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ নামঃ মোঃ স্বপন
পিতা/স্বামীর নামঃ মোঃ লালমিয়া
স্থায়ী ঠিকানাঃ চরদূর্গাপুর,জয়মনটপ, সিংগাইর , মানিকগঞ্জ।
বর্তমান ঠিকানাঃ বাড্ডা, ছায়াবিথী, সাভার।
(যিনি নিম্ন বর্ণিত সুবিধাভোগী হিসেবে নিজে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে)

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত "রানা প্লাজা" নামে একটি ৯ (নয়) তলা ভবন ধ্বসে পড়ে যাহাতে কর্মরত সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিক মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের মধ্য অনেকেরই বিভিন্ন অঙ্গহানী হয়। আহতদের মধ্যে অনেকেই চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে আর্থিক কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই আহতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্পন্দনবি বাংলাদেশ একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং আহতদেরকে সরাসরি অর্থ সাহায্য প্রদানের পরিবর্তে তাহাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় । এমতাবস্থায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আহতদের মধ্যে হইতে বাছাইক্রমে একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত শর্ত/ নীতিমালা সাপেক্ষে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হইল।

আহতের বর্ণনা ও সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্য

সাভার রানা প্লাজা দূর্ঘটনাতে তিনি মেরুদন্ডে আঘাত পান এবং তার পক্ষে ভারী কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরে যান এবং এখন হাঁটিতে পারেন । ইতিপূর্বে একটি ঔষধের দোকানে (ফার্মেসিতে) চাকুরি করার অভিজ্ঞতা থাকার সে একটি ঔষধের দোকান করতে আগ্রহী। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তিনি যে সাহায্য পেয়েছিলেন তা দিয়ে দোকানের আসবাবপত্র এবং ওষুধের যোগান করতে পারবেন । কিন্তু তার নিকট দোকান ঘর নেওয়ার মত প্রয়োজনীয় অর্থ নাই । এখন শুধু তার ফার্মেসির জন্য দোকান ভাড়ার সিকিউরিটি হিসেবে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকার প্রয়োজন।

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪১৮

<u>শর্ত/নীতিমালা</u>

ক. প্রথম পক্ষ ফার্মেসি করার লক্ষ্যে একটি দোকান ঘর নেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে এক কালীন সর্বমোট ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা প্রদান করবেন যাহা তাহার পক্ষে দোকান ঘরের মালিককে সিকিউরিটি বাবদ সরাসরি প্রদান করা হবে।

খ. প্রদত্ত অনুদান দোকান ঘরের সিকিউরিটি বাবদ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যাবহার করার অঙ্গীকার করছে।

গ. পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা প্রথম পক্ষ তত্ত্বাবধান ও অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঘ. যদি কোন কারণে দ্বিতীয় পক্ষ এই নথিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থ হয়, তবে যে কোন মুহূর্তে প্রথম পক্ষ বাকী সাহায্য প্রদান (যদি থাকে) বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপরের বর্ণিত সকল শর্ত/নীতিমালা আমলে নিয়ে এবং উহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকিয়া পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

স্বাক্ষর
(প্রথমর পক্ষ)

(মসিহ-উর রহমান)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
স্পন্দমবি বাংলাদেশ

স্বাক্ষর
(দ্বিতীয় পক্ষ)

(মোঃ হৃদয়)
ঠিকানাঃ চন্দ্রপূর্ণাপুর, সিংগাইর,
মানিকগঞ্জ

সাক্ষী গণের স্বাক্ষরঃ

১। [illegible]

২। MASUD .

৩। [illegible]